সমকাল

তারিখ ... 11 DEC 2013 ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ... ২ ...

শিক্ষা খাতের উন্নয়ন

# ৩০০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে আরও ৩৯ কোটি ডলারের সমপরিমাণ ৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান দুটি প্রকল্পের আওতায় এ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওয়াশিংটনভিত্তিক বহুজাতিক ঋণদানকারী এ সংস্থাটি।

প্রকল্প দুটি হচ্ছে– মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে এক্সেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট এবং উচ্চশিক্ষার জন্য কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট। প্রতিশ্রুত ঋণের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে প্রকল্পের জন্য ২৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ১২ কোটি ৫০ লাখ ডলার দেওয়া হবে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে।

শিগগির এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে চুক্তি সই হবে বলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে জানা গেছে। প্রতিশ্রুত ঋণের সুদহার হবে ১ শতাংশের নিচে। ১০ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ৪০ বছরে এ পরিশোধ করতে হবে। জানা গেছে, মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর গ্রামের ৪৫ লাখ শিশুকে শিক্ষা সেবা দেওয়া হবে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১২৫ উপজেলায় শিক্ষাদান কর্মসূচি চালু রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত অর্থায়নের মাধ্যমে আরও ৯০ উপজেলার শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হবে। ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বৃত্তি, ছেলেমেয়েদের টিউশন ফিসহ লেখাপড়ার অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ দেওয়া হবে আলোচ্য কর্মসূচির আওতায়।

নতুন করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান প্রসঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি জোহান্স আট বলেন, বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে 'সমতা' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। এ অগ্রগতি ধরে রাখতে হলে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্য অর্জনে অতিরিক্ত অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের অপর কর্মকর্তা আয়েশা ডায়না বলেন, এ কর্মসূচির আওতায় অতিরিক্ত যে অর্থ দেওয়া হবে তা দিয়ে দেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। দেশের কোনো শিশু যাতে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় এবং মাঝপথে ঝরে না যায়।